ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৯ বর্ষ ৯ম সংখ্যা | ওয়েবসাইট : du.ac.bd/du_barta | ১৫ আশ্বিন ১৪৩২, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বিশ্বসেরা গবেষকের তালিকায় ঢাবি'র ৩৫ জন শিক্ষক-গবেষক

গত বছরের তুলনায় ২৫০ শতাংশ বৃদ্ধি

যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও নেদারল্যান্ডসভিত্তিক প্রকাশনা সংস্থা 'এলসভিয়ার' বিশ্বসেরা গবেষক তালিকা প্রকাশ করেছে। বিশ্বের শীর্ষ ২% Scientists ২০২৫ তালিকায় এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৫ জন শিক্ষক ও গবেষক স্থান পেয়েছেন। যা দেশে সর্বোচ্চ। গত বছর এই তালিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থান পেয়েছিলেন ১০ জন। চলতি বছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫-এ, যা গত বছরের তুলনায় প্রায় ২৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। গবেষকদের প্রকাশিত গবেষণাপত্র, সাইটেশন, এইচ-ইনডেক্স, কনসিস্টেন্সি এবং সহ-লেখকদের প্রভাবের ওপর ভিত্তি করে এই তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এই স্বীকৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক গবেষণাক্ষেত্রে শক্তিশালী অবস্থান এবং বৈশ্বিক জ্ঞানচর্চায় ক্রমবর্ধমান প্রভাবের প্রতিফলন।

স্বীকৃত গবেষক ও তাঁদের বৈশ্বিক অবস্থান হলো: এম. এ. খালেক (১৬,২৯৪), মোঃ মঞ্জুর হাসান (২১,০৫৭), মুহাম্মদ ইব্রাহিম শাহ (৩৮,১২৯), মোঃ আব্দুল মুকতাদির (৩৮,৪৩৯), মোঃ রাকিবুল হক (৩৯,৮৭০), মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান চৌধুরী (৬২,৭৪২), নেপাল চন্দ্র রায় (৭৭,২৪২), অমিত আবদুল্লাহ খন্দকার (৮০,৩০১), তসলিম উর রশিদ (৯০,৯৫৩), আব্দুস সালাম (৯৪,৫৯৫), মোঃ নাজমুল হাসান (৯৬,৩৬৯), কাজী মতিন উদ্দিন আহমেদ (৯৯,৫৭৮), মোঃ শাদ সালমান (১,০৫,৭৬৩), এম. রেজাউল ইসলাম (১,০৬,৪১৬), মোঃ কাওসার আহমেদ (১,১১,৯৯৪), খাদিজা কুবরা (১,১৩,৭১৬), এম. এস. রহমান (১,১৭,১৭১), তাওসিফুর রহমান (১,১৯,১৬৭), আনিছুর রহমান (১,৩১,৩৫৩), সৈকত মিত্র (১,৩৫,৫২০), এম. মঈনুল ইসলাম (১,৫২,৫৫৭), মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন (১,৫৫,০৯৯), মোঃ আবু বিন হাসান সুসান (১,৭০,৪৮৩), মোহাম্মদ মিজানুর রহমান (১,৭১,৮১৬), এম. ফেরদৌস (১,৭৭,৯৮৮), মোঃ আব্দুল কুদ্দুস (১,৮২,৪৩৭), মোঃ মাহমুদুল ইসলাম (২,৩৮,৩৫৫), মোহাম্মদ ইউসুফ আলী মোল্লা (২,৪৮,৮২০), মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন (৩,০৮,৮২০), মোঃ রবিউল (পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩)

২২ জন গবেষকের পিএইচডি এবং ১৬ জনের এমফিল ডিগ্রি অর্জন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্প্রতি ২২জন গবেষক পিএইচডি, ১৬জন এমফিল এবং ১জন ডিবিএ ডিগ্রি অর্জন করেছেন। গত ২৭ আগস্ট ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের এক সভায় তাদের এসব ডিগ্রি প্রদান করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সভায় সভাপতিত্ব করেন।

পিএইচডি ডিগ্রি প্রাপ্তরা হলেন- জিন প্রকৌশল ও জীবপ্রযুক্তি বিভাগের অধীনে মোহাম্মদ শাদরুল আলম, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধীনে মুহাম্মদ মহিউদ্দীন সরকার, ফলিত গণিত বিভাগের অধীনে মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ও মো. জসিম উদ্দিন, উর্দু বিভাগের অধীনে লিপি বেগম, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে রেবা নার্গিস, তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধীনে মো. মনিরুল ইসলাম, সাবরিনা আকতার, সুলতানা বেগম ও মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন ভূঁইয়া, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের অধীনে আবু তারেক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের অধীনে মো: আব্দুল করিম রুমান, ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধীনে কল্যাণ মিস্ত্রী, বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীনে পার্থ প্রতীম সাধু, ইংরেজি বিভাগের অধীনে তুষার তালুকদার, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে রাজিয়া বেগম, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে এ. এইচ. এম. ফজলে রাব্বী, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধীনে মো: মাহফুজুর রহমান ও সাবরিনা শেহরীন, মো: মঈন উদ্দিন আহসান হাবীব ও সুজন কুমার দত্ত এবং মার্কেটিং বিভাগের অধীনে ফারহানা খাঁন।

এমফিল ডিগ্রি প্রাপ্তরা হলেন- উর্দু বিভাগের অধীনে সাবিনা, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে মোঃ আবদুল্লাহ শরীফ ও মো. আবুল কালাম আজাদ, তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধীনে মোঃ আব্দুল হাকিম শাহ্, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে নাসিমা বেগম, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে মোঃ লিয়াকত আলী ও মোসাম্মৎ মাহফুজা আক্তার, থিওরেটিক্যাল এন্ড কম্পিউটেশনাল কেমিস্ট্রি বিভাগের অধীনে নাদিয়া সারওয়ার, এডুকেশনাল এন্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগের অধীনে মরিয়ম সুলতানা, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে শিপ্রা মন্ডল, সংস্কৃত বিভাগের অধীনে আবিদা সুলতানা, কমিউনিকেশন ডিজঅর্ডারস বিভাগের অধীনে মোঃ শহীদুল ইসলাম মৃধা, সংগীত বিভাগের অধীনে পার্থ প্রতীম বিশ্বাস, আরবী বিভাগের অধীনে মুহাম্মদ নোমান হোসাইন ও মাছরুর আহমদ এবং প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধীনে ফাহমিদা তাসনিম লিজা।

ডিবিএ ডিগ্রি প্রাপ্ত হলেন- ফিন্যান্স বিভাগের অধীনে জেরিন মারজান খান ।

ডাকসু নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)-এর চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে চীফ রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল ঘোষণা করেন। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য রিটার্নিং কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ঘোষিত ফলাফলে সহ সভাপতি (ভিপি) পদে জয়ী হয়েছেন মো. আবু সাদিক (সাদিক কায়েম)। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আবিদুল ইসলাম খান। সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে এস এম ফরহাদ জয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন শেখ তানভীর বারী হামিম। সহ সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে মুহা. মহিউদ্দীন খান জয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তানভীর আল হাদি মায়েদ।

মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক পদে ফাতেমা তাসনিম জুমা জয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আরিফুল ইসলাম। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে মো. ইকবাল হায়দার জয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আহাদ বিন ইসলাম শোয়েব। কমনরুম, রিডিংরুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক পদে উম্মে ছালমা জয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন সুর্মী চাকমা। আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে জসীমউদ্দিন খান (খান জসীম) জয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মোহাম্মদ সাকিব। সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে জয়ী হয়েছেন মুসাদ্দিক আলী ইবনে মোহাম্মদ। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন নুরুল ইসলাম। গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে জিতেছেন সানজিদা আহমেদ তন্বি। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মো. সাজ্জাদ হোসাইন খাঁন। ক্রীড়া সম্পাদক পদে আরমান হোসেন জয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মো. আল-আমিন সরকার। ছাত্র পরিবহন সম্পাদক পদে জয়ী হয়েছেন মো. আসিফ আবদুল্লাহ। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন রাফিজ খান। সমাজসেবা সম্পাদক পদে যুবাইর বিন নেছারী (এবি জুবায়ের) জয়ী হয়েছেন। (পৃষ্ঠা ২ কলাম ১)

আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিনস অ্যাওয়ার্ড পেলেন ৫৭ শিক্ষার্থী ও ৮ শিক্ষক

আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের তিন বছরের (২০২১, ২০২২ ও ২০২৩) ডিনস অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। গত ২৮ আগস্ট ২০২৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ভূতত্ত্ব বিভাগ, সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগ এবং ডিজাস্টার সায়েন্স অ্যান্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স বিভাগের মোট ৫৭ জন শিক্ষার্থী ডিনস অ্যাওয়ার্ড পান। এছাড়া গবেষণায় অনন্য অবদানের জন্য ৮ জন শিক্ষককে চার ক্যাটাগরিতে ডিনস অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়।

আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. কাজী মতিন উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম

জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক নজরুল ইসলাম। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. শহীদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরাও উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটি জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। এরপর পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলো থেকে পাঠ করা হয়। অনুষ্ঠানে অনুষদের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পর্বেরও আয়োজন ছিলো। পরে অনুষদের গবেষণা কার্যক্রমের তথ্যচিত্র উপস্থাপন করা হয়।

ডিনস অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন-

ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের ২০১৭-২০১৮ সেশনের আবির মাহমুদ, ২০১৮-২০১৯ সেশনের জান্নাতুল নাঈম রাসা, আফরিন সারাবনি, মো. তানহীর হোসাইন, ২০১৯-২০২০ সেশনের জায়ান সাওসান জান্নাত, আদিলা আফজাল, সাদমান রাফিদ, ফারিহা তাবাসসুম ইমা, মায়িশা মালিহা।

ভূতত্ত্ব বিভাগের ২০১৭-২০১৮ সেশনের আনিকা নাওয়ার মায়েশা, সুবাহাশ সুবাহ চৌধুরী, অনুপম হাসিব রোজ, খন্দকার মাসুম বিল্লাহ, ২০১৮-২০১৯ সেশনের উম্মে হাবিবাহ মারজান, জহুর আহমেদ, শিহাব হোসাইন, মো. সিয়াম হোসাইন, মো. মাহফুজ আলম, নুসরাত নাহিয়ান ফাতেমা, রাকিবুল হাসান বাঁধন, ২০১৯-২০২০ সেশনের উৎসব বসাক, ওমর ফারুক, তাসফিয়া বিনতে মাহমুদ, ফ্লোরেন্স ইরা গোমেজ, তাসমিয়া আক্তার তমা, মো. রাকিবুর রহমান।

সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৭-২০১৮ সেশনের সাদিয়া হক সাদী, রিফাত আরা নিরা, আব্দুল (পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪)

ছাত্রীকে হুমকি দেওয়ায় একজনকে বহিষ্কার

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রীকে কুরুচিপূর্ণ ভাষায় আক্রমণ ও হুমকি দেওয়ার ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ২০২০-২০২১ সেশনের শিক্ষার্থী আলী হুসেনকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৬ মাসের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। এ বিষয়ে গঠিত প্রক্টরিয়াল সত্যানুসন্ধান কমিটির সুপারিশের আলোকে তাকে বহিষ্কারের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

উল্লেখ্য, এটি বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডারে প্রদত্ত প্রক্টরের এখতিয়ারভুক্ত সর্বোচ্চ শাস্তি। তার শ্রেণি রোল ৫৪ এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর ২০২০২১২৭৬৮। সে শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের শিক্ষার্থী। একই সঙ্গে আলী হুসেনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটি বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন নিপীড়ন বিষয়ক কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে।

তুরস্কের সহযোগিতায় ঢাবি'র কেন্দ্রীয় মসজিদ পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে

তুরস্কের সর্ববৃহৎ বেসরকারী সাহায্য সংস্থা IDDEF-এর আর্থিক সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ পুনর্নির্মাণ করা হবে। এই মসজিদ কমপ্লেক্সে শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগসহ সব ধরনের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা থাকবে। গত ২৯ আগস্ট ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে IDDEF-এর আন্তর্জাতিক সমন্বয়ক মি. সালাইউদ্দিন সিল্যান (Salahuddin Ceylan) বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ কমপ্লেক্স পুনর্নির্মাণের লক্ষ্যে বর্তমানে ডিজিটাল সার্ভে ও চূড়ান্ত নকশা প্রণয়নের কাজ চলছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং IDDEF কর্তৃপক্ষের মধ্যে এবিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পর শিগগিরই নির্মাণ কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ পুনর্নির্মাণ আমাদের দীর্ঘদিনের চাহিদা। শিগগিরই এই অত্যাধুনিক মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণের মধ্য দিয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের দীর্ঘদিনের একটি প্রত্যাশা পূরণ হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এই নির্মাণ কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়ায় তিনি তুরস্কের IDDEF কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। এছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টার সংস্কারে সহযোগিতা করায় তিনি তুর্কি সহযোগিতা ও সমন্বয় সংস্থা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী কেন্দ্রীয় মসজিদ কমপ্লেক্স-এর সম্ভাব্য নকশা ও সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে বৈঠকে অবহিত করেন।

এসময় একাউন্টিং বিভাগের অধ্যাপক মো. নাজিম উদ্দিন ভূঁঞা, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার, রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. কাওসারী আখতার, বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহা. আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, আল মারকাজুল ইসলামীর চেয়ারম্যান হাফেজ মাওলানা হামজা শহিদুল ইসলাম, পিকেএসএফ-এর ডিএমডি মো. হাসান খালেদসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অফিসের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারে স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তুর্কি সহযোগিতা ও সমন্বয় সংস্থা (টিকা)-এর মধ্যে সম্প্রতি একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী, টিকা'র আর্থিক সহযোগিতায় ইতোমধ্যেই শহীদ বুদ্ধিজীবী ডা. মোহাম্মদ মোর্তজা মেডিকেল সেন্টারের সংস্কার কাজ শুরু হয়েছে। রোগ নির্ণয় ও উন্নত থেরাপিউটিক পরিষেবার জন্য টিকা এই মেডিকেল সেন্টারে আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ করবে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার উৎকর্ষ সাধন এবং গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তুর্কি সহযোগিতা ও সমন্বয় সংস্থা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান গবেষণাগারে একটি অ্যাটমিক ফোর্স মাইক্রোস্কোপ (এএফএম) স্থাপন করবে। এছাড়া, জরুরি চিকিৎসাসেবা প্রদান এবং রোগী পরিবহনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারে টিকা একটি অত্যাধুনিক অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করবে।

জাতীয় কবি'র ৪৯তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে গত ২৭ আগস্ট ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৯তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে সকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ কবির সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও ফাতেহা পাঠ করেন।

পরে কবির সমাধি প্রাঙ্গণে উন্মুক্ত মঞ্চে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও সাহিত্যকর্ম অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শেখায়। সাম্য, সৌহার্দ্য ও শান্তি বজায় রেখে নিজেদের মধ্যে ইস্পাত কঠিন ঐক্য ধরে রাখার শিক্ষাও আমরা নজরুলের সাহিত্যকর্ম থেকেই পাই। তিনি বহুমাত্রিক গুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁর এই বহুমাত্রিকতা যুগে যুগে আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম (সিরাজ সালেকীন)।

অনুষ্ঠানে সংগীত বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ নজরুল সংগীত পরিবেশন করেন।

ডাকসু নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল

(১ম পৃষ্ঠার পর) তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন সৈয়দ ইমাম হাসান অনিক। ক্যারিয়ার উন্নয়ন সম্পাদক পদে জিতেছেন মো. মাজহারুল ইসলাম। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন রুপাইয়া শ্রেষ্ঠা তঞ্চঙ্গ্যা। স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে জিতেছেন এম এম আল মিনহাজ (আবদুল্লাহ আল মিনহাজ)। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন শাহরিয়ার মোহাম্মদ ইয়ামিন।

মানবাধিকার ও আইন সম্পাদক পদে মো. জাকারিয়া (সাখাওয়াত জাকারিয়া) জয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আনিকা তাহসিনা।

ডাকসুর ১৩টি সদস্যপদে বিজয়ীরা হলেন- সাবিকুন নাহার তামান্না, সর্ব মিত্র চাকমা, ইমরান হোসাইন, মোছা. আফসানা আক্তার, তাজিনুর রহমান, রায়হান উদ্দীন, মো. মিফতাহুল হোসাইন আল-মারুফ, আনাস ইবনে মুনির, মো. বেলাল হোসেন অপু (অপু খান), মো. রাইসুল ইসলাম, মো. শাহিনুর রহমান, হেমা চাকমা ও উম্মা উসওয়াতুন রাফিয়া।

ডাকসু নির্বাচন সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় উপাচার্যের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, নির্বাচনের প্রার্থী, গণমাধ্যম কর্মী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীবাহিনী এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। উপাচার্য বলেন, ডাকসু নির্বাচন শিক্ষার্থীদের দীর্ঘ দিনের প্রাণের দাবি ছিলো। শিক্ষার্থীদের দাবির প্রতি সম্মান জানিয়ে বিভিন্ন অংশীজনের সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এই নির্বাচন আয়োজন করে। এটিকে আমরা ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের প্রতি ও এর মূল্যবোধের প্রতি সম্মান জানানোর একটি সুযোগ হিসেবে দেখি। নির্বাচনের সকল পর্যায়ে স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতির জন্য উপাচার্য বিশেষভাবে সাংবাদিকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী চ্যানেল এস এর সাংবাদিক তারিকুল ইসলাম শিবলীর মৃত্যুতে তিনি গভীর শোক প্রকাশ করেন ও মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন।

উপাচার্য নির্বাচনের প্রতিটি পর্বে ব্যাপক সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। ডাকসুর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মতামত প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে তাদের কাজ করার যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, সেটি তারা পুরোপুরি কাজে লাগাবেন বলে উপাচার্য আশা প্রকাশ করেন।

নির্বাচন কমিশনসহ নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে উপাচার্য বলেন, নির্বাচন কমিশন প্রকৃতঅর্থেই দিন ও রাত জেগে কাজ করেছেন। কমিশনের একজন সদস্য সন্তানকে মুমূর্ষু অবস্থায় আইসিইউ'তে রেখে কর্তব্যের তাগিদে আমাদের সঙ্গে সার্বক্ষণিকভাবে দায়িত্ব পালন করেন। আমি উদাহরণটি দিলাম এই জন্য যে, ডাকসু নির্বাচন আয়োজনে বহু মানুষের কঠিন পরিশ্রম আছে। গত এগারো মাস ব্যাপী এই আয়োজনে আমার সহকর্মীরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করেছেন। তারা প্রতিটি পদক্ষেপ ও পরিকল্পনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখেছেন, বাস্তবায়ন করেছেন। তাদের ভূমিকা যেকোনো বিবেচনায় অনবদ্য।

আমার এই আয়োজনে সাড়া দিয়ে অভিভাবক, বিভিন্ন শিক্ষক ফোরাম, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যবেক্ষকদলসহ বিভিন্ন পর্যায়ের অংশীজন এগিয়ে এসেছেন। আমরা তাদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। নির্বাচন মনিটরিং-এ তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো।

উপাচার্য বিজয়ী এবং বিজিত প্রার্থীদের শুভকামনা করে বলেন, দু'টি কারণে তাদের প্রত্যেকের গুরুত্বপূর্ণ অবদান উল্লেখ করা জরুরি। প্রথমত, তারা ডাকসুর মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠানকে সক্রিয়করণে ভূমিকা রেখেছেন। দ্বিতীয়ত, নির্বাচনের প্রস্তুতি পর্ব থেকে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন পর্যন্ত পরমতসহিষ্ণুতা প্রদর্শনের মাধ্যমে বড় মাপের সংঘাত ছাড়া তারা এক সঙ্গে ছিলেন। বিভিন্ন দল ও মত, অনেকরকম মতপার্থক্য সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং দেশের প্রতি মমত্ববোধের কারণে আমরা যে এক হতে পারি, তার একটি চমৎকার উদাহরণ তারা তৈরি করেছেন।

উপাচার্য বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীবাহিনীর ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণ করতে চাই। কঠিন কিছু পরিস্থিতিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পুলিশ প্রশাসন, পুলিশের বিভিন্ন শাখা, গোয়েন্দা দপ্তরসমূহ ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছেন। আমরা তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি ও তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি দেশের মানুষ যে আগ্রহ প্রদর্শন ও সমর্থন জুগিয়েছেন, সেটি আমাদের জন্য একটি বড় পাওয়া। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে থাকার জন্য আমি পুরো দেশবাসীকে অভিবাদন জানাই। আমাদের এখনো অনেক পথ বাকি। ডাকসু সক্রিয়করণের মাধ্যমে দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়, একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করার প্রক্রিয়ায় এবং বাংলাদেশ পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় আমরা দেশ ও জাতির সঙ্গে থাকতে চাই।

ডাকসু'র নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রথম সভা

ডাকসু'র নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রথম সভা গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ উপাচার্যের কার্যালয় সংলগ্ন সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য ও ডাকসু'র সভাপতি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সভায় সভাপতিত্ব করেন।

ডাকসু'র ভারপ্রাপ্ত কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্বরত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, ডাকসু'র সহ-সভাপতি মোঃ আবু সাদিক (সাদিক কায়েম), সাধারণ সম্পাদক এস. এম. ফরহাদ, সহ-সাধারণ সম্পাদক মুহাঃ মহিউদ্দীন খানসহ নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের নেতৃবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে বিজয়ী হওয়ায় ডাকসু'র কার্যনির্বাহী পরিষদের নেতৃবৃন্দকে অভিনন্দন জানান। শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি হিসেবে দলীয় বিবেচনার উর্ধ্বে উঠে শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কাজ করার জন্য তিনি ডাকসু নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান।

সভায় আর্টিক্যাল ২০ (১) (এম) অনুযায়ী সিনেটে ডাকসু'র ৫ জন ছাত্র প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পেশ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া, ডাকসু'র কোষাধ্যক্ষ নিয়োগের বিষয়েও সভায় আলোচনা করা হয়।

অধ্যাপক ড. এম. শমশের আলী ও অধ্যাপক ড. আর আই এম আমিনুর রশীদ-এর স্মরণসভা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রয়াত অধ্যাপক ড. এম. শমশের আলী এবং অধ্যাপক ড. আর আই এম আমিনুর রশীদের স্মরণসভা গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ মোকাররম হোসেন খন্দকার বিজ্ঞান ভবনের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ এই অনুষ্ঠান আয়োজন করে।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ড. আব্দুল মঈন খান, অধ্যাপক ড. আ ফ ম ইউসুফ হায়দার, অধ্যাপক ড. মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইব্রাহিম, অধ্যাপক ড. তোফায়েল আহমদ চৌধুরী, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউসুফ আলী মোল্লা, অধ্যাপক ড. অমূল্য চন্দ্র মন্ডল, অধ্যাপক ড. ফরিদা বেগম, মরহুম অধ্যাপক ড. এম. শমশের আলীর ছেলে মি. জিহান, মরহুম অধ্যাপক ড. আর আই এম আমিনুর রশীদের বোন নাসরিন কবির প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন। সূচনা বক্তব্য দেন পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আমিনুল ইসলাম তালুকদার। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন বিভাগের ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শাহজাহান। অধ্যাপক ড. এম. শমশের আলীর সংক্ষিপ্ত জীবনী উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. খন্দকার সাদাত হোসেন এবং অধ্যাপক ড. আর আই এম আমিনুর রশীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. নওরীন আহসান।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা প্রয়াত অধ্যাপকদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে বলেন, দেশের পদার্থবিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার প্রসারে তাঁরা অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। তাঁদের জীবন ও কর্ম থেকে শিক্ষা নিয়ে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

স্মরণসভায় বক্তারা প্রয়াত অধ্যাপক ড. এম. শমশের আলী এবং অধ্যাপক ড. আর আই এম আমিনুর রশীদের বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

আলোচনা সভা শেষে মরহুমদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়।

পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট অ্যালামনাইয়ের পুনর্মিলনী

পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট অ্যালামনাই আসোসিয়েশনের পুনর্মিলনী গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রো- ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক মো. সায়েদুল আরেফিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ড. খালেদা ইসলাম, অধ্যাপক ড. আমিনুল হক ভূইয়া ও অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মো. সাইমুমুজ্জামান। অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মো. জাহিদ মনির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রম তুলে ধরেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন ইনস্টিটিউটের প্রভাষক আবিরা নাওয়ার।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট থেকে শিক্ষা জীবন শেষ করে বহু পুষ্টিবিদ ও খাদ্য বিজ্ঞানী দেশে-বিদেশে সফলভাবে কাজ করছেন। এই ইনস্টিটিউটের ল্যাবরেটরিগুলোও অত্যন্ত উঁচুমানের। এই ইনস্টিটিউটের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের উন্নয়নে সহযোগী হিসেবে ভূমিকা পালনের জন্য তিনি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান।

'বাংলাদেশের গ্রাম: রুপান্তরের চিত্র' শীর্ষক সেমিনার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নাজমুল করিম স্টাডি সেন্টারের উদ্যোগে 'বাংলাদেশের গ্রাম: রুপান্তরের চিত্র' শীর্ষক এক সেমিনার গত ২৭ আগস্ট ২০২৫ অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ও নাজমুল করিম স্টাডি সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমানের সভাপতিত্বে সেমিনারে মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. মাহবুবউল্লাহ। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস।

অধ্যাপক ড. হাবিবা খাতুন ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি পেলেন ৩ শিক্ষার্থী

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় ক, খ ও গ গ্রুপের সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জনকারী ৩ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে 'অধ্যাপক ড. হাবিবা খাতুন ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি' প্রদান করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ উপাচার্যের সভাকক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কলা অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক ড. এ বি এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী, ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা অধ্যাপক ড. হাবিবা খাতুন, দাতার মেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব টেক্সস মেডিকেল স্কুলের শিক্ষক ড. নাহিদ জামালসহ বিভাগীয় শিক্ষক ও কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন- মো. তাওহিদুল ইসলাম (ক-গ্রুপ), ঈশিতা খাতুন (খ-গ্রুপ) এবং সফা আহমাদ (গ-গ্রুপ)। বৃত্তিপ্রাপ্ত প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে এককালীন ১১হাজার ২'শ টাকা করে প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. হাবিবা খাতুন ২০১৫ সালের ২৩ ডিসেম্বর ৫ লাখ টাকা দিয়ে এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেন। এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতি বছর ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় ৩টি গ্রুপের সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জনকারী ৩ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে এই বৃত্তি প্রদান করা হয়।

ক্যান্সার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত
'ক্যান্সার চিকিৎসায় যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে প্রিসিশন মেডিসিন'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও বায়োটেকনোলজি বিভাগ এবং ক্যান্সার কেয়ার অ্যান্ড রিসার্চ ট্রাস্ট বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে 'Molecular Insights, Therapeutics Advances & Policy Innovation in Cancer Care' শীর্ষক দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনের উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক ডা. সায়েদুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. এনামুল হক, বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক ডা. এম এ হাই, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক ডা. মো. জাহাঙ্গীর কবির, ইউনেস্কোর বাংলাদেশ প্রতিনিধি সুসান ভাইজ। মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বখ্যাত জেনেটিসিস্ট অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক স্যার ওয়াল্টার বোডমার।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ বলেন, ক্যান্সার শুধু একটি রোগ নয়; এটি এমন এক দীর্ঘ যাত্রা যা রোগী, পরিবার ও সমাজকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

তিনি বলেন, বিশ্বের অন্যতম বড় স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে ক্যান্সার প্রতিরোধ ও চিকিৎসায় ইতোমধ্যেই যুগান্তকারী অগ্রগতি হয়েছে। ক্যান্সার চিকিৎসায় প্রচলিত 'একই পদ্ধতি সবার জন্য' (one size fits all) ধারণার অবসান ঘটেছে। এর পরিবর্তে এখন ব্যবহার হচ্ছে প্রিসিশন মেডিসিন, যা রোগীর টিউমারের জৈবিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিকিৎসা নির্ধারণ করে।

ড. মামুন আহমেদ আরও বলেন, আণবিক জীববিজ্ঞান, জেনেটিক্স, বায়োটেকনোলজি ও বায়োইনফরমেটিক্সে সাম্প্রতিক অগ্রগতি ক্যান্সার নির্ণয় ও চিকিৎসায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। তবে উন্নত এসব পরীক্ষা ও চিকিৎসা ব্যয়বহুল হওয়ায় সীমিত আয়ের মানুষ প্রায়ই এর সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তাই প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও ব্যয়ভার-এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য আনা জরুরি।

তিনি বলেন, ৩০-৫০ শতাংশ ক্যান্সার প্রতিরোধযোগ্য বলে গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, টিকা গ্রহণ, ধূমপান ও মদ্যপান থেকে বিরত থাকা এবং শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকার মাধ্যমে ক্যান্সারের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব।

ক্যান্সার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনার

ফার্মেসী অনুষদ এবং ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে "Human Genome: Cancer and Immunotherapy An Odyssey of Sir Walter Bodmer, Emeritus Professor, University of Oxford" শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক সেমিনার গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ফার্মেসী অনুষদের লেকচার থিয়েটারে অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. স্যার ওয়াল্টার বোডমার সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

ফার্মেসী অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. সেলিম রেজা, ক্লিনিক্যাল ফার্মেসী এন্ড ফার্মাকোলজি বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী, বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল অনকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সাঈদ আকরাম হোসেন, বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটির প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. গোলাম মহিউদ্দিন ফারুক, বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটালের প্যাথলজি বিভাগের কনসালটেন্ট অধ্যাপক এস এম খোদেজা নাহার বেগম এবং দেশের বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানির স্বনামধন্য গবেষকবৃন্দ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। সেমিনার আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক ওষুধ প্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. ইলিয়াস-আল-মামুন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

আজিমপুর গভর্নমেন্ট কলেজ অব অ্যাপ্লাইড হিউম্যান সাইন্স-এর ১ম বর্ষ বি.এসসি (সম্মান) শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠান গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ কলেজ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্যের সঙ্গে বিদেশি অতিথিদের সাক্ষাৎ

জাইকা প্রতিনিধিদল

গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়নে জাইকা ও জেএসটি অর্থায়ন করবে

ঢাকাস্থ জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি'র (জাইকা) গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট শাখার সিনিয়র বিশেষজ্ঞ মি. ইচিরো আদাচির নেতৃত্বে ৮-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন মি. হিরোনোরি নিশিকাওয়া, অধ্যাপক ড. কোজো ওয়াতানাবে, মিস মাকিকো ফিজিতা, মি. তোশিয়া সাতো, ড. মাসাহিরো টোকুমুরা, ড. বিজন কুমার মিত্র এবং ড. সুই কানাজাওয়া। এসময় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. এনামুল হক, মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মামুন চৌধুরী, আবহাওয়াবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. ফাতিমা আক্তার এবং মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা জাইকা এবং জেএসটি'র অর্থায়নে 'Implementing Water Quality Monitoring and Purification Technologies to Mitigate Health Risks for Antimicrobial Resistances (AMR) in the Dhaka Metropolitan Area' শীর্ষক একটি যৌথ সহযোগিতামূলক গবেষণা প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ব্যাপারে আলোচনা করেন। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন এই প্রকল্পের বাংলাদেশ অংশে প্রধান গবেষক (Principal Investigator) হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান এই প্রকল্প গ্রহণের জন্য জাইকা প্রতিনিধিদলের সদস্যদের ধন্যবাদ জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নে জাইকার সঙ্গে কাজ করার ব্যাপারে তিনি গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন।

চীনা প্রতিনিধিদল

চীনের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভাষা শিক্ষা ও সহযোগিতা কেন্দ্রের উপ-পরিচালক মিস ইউতিয়ানকি'র নেতৃত্বে ৪-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ৩১ আগস্ট ২০২৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর বাসভবনস্থ কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। এসময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন একই মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ইয়িন ডংমিন, লি মিংহাং এবং লি ঝেকিউ।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে চলমান যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা এবং গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার করার ব্যাপারে আলোচনা করেন। বৈঠকে বাংলাদেশ এবং চীনের মধ্যে সাংস্কৃতিক দল বিনিময় নিয়েও আলোচনা করা হয়। এছাড়া, তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ ডিগ্রি প্রোগ্রাম, সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রোগ্রাম এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, বাংলাদেশ এবং চীনের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ ঐতিহাসিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছে। বাংলাদেশের অনেক শিক্ষার্থী প্রতি বছর উচ্চশিক্ষার জন্য চীনে গমন করেন। তিনি চীনে উচ্চশিক্ষার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রতিনিধি দলের সহযোগিতা কামনা করেন।

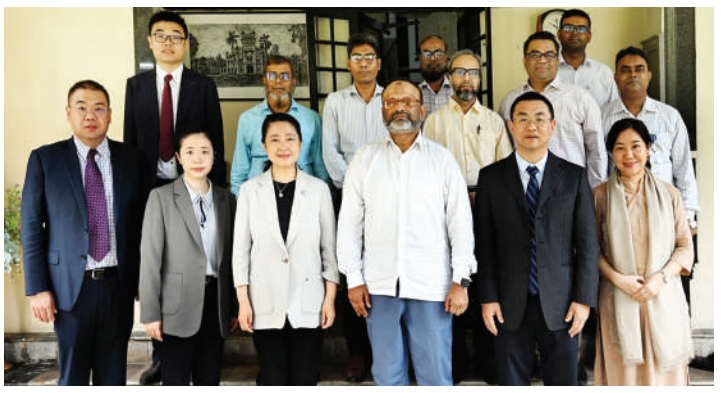

চীনের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভাষা শিক্ষা ও সহযোগিতা কেন্দ্রের উপ-পরিচালক মিস ইউতিয়ানকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত স্থানীয় চীনা ভাষার শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদানের আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আগামী নভেম্বরে চীনে ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এতে যোগদানের জন্য তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে আমন্ত্রণ জানান।

উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিদের ধন্যবাদ জানান।

বিশ্ব ফার্মাসিস্ট দিবস পালিত

বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ওয়ার্ল্ড ফার্মাসিস্ট ডে' উদ্‌যাপন করা হয়েছে। দিবসের কর্মসূচির মধ্যে ছিল র‍্যালি, আলোচনা সভা, ছাত্রীদের স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ প্রদান প্রভৃতি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মেসী বিভাগ ও ফার্মেসী অনুষদ দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

এ উপলক্ষ্যে ফার্মেসী লেকচার থিয়েটারে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফার্মেসী বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. জাকির আহমেদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে রেডিয়েন্ট ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান মো. নাসের শাহরিয়ার জাহেদী, ফার্মেসী অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. সেলিম রেজা, বাংলাদেশ ফার্মেসী কাউন্সিল-এর সচিব মুহাম্মদ মাহবুবুল হক, নুভিস্তা ফার্মা লিমিটেড-এর মার্কেটিং ও কমার্শিয়ালস বিভাগের এক্সিকিউটিভ পরিচালক মুহাম্মদ আশফাক উদ্দিন এবং রেনাটা ফার্মাসিউটিক্যালস-এর প্রধান মার্কেটিং অফিসার মো. তানবীর সজিব বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য দেন বিশ্ব ফার্মাসিস্ট দিবস প্রোগ্রামের আহ্বায়ক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগের অধ্যাপক ড. আবু আছাদ চৌধুরী।

দিবসটি উপলক্ষ্যে নুভিস্তা ফার্মাসিউটিক্যালস-এর সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। সকাল ৯.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত মোকাররম হোসেন খন্দকার বিজ্ঞান ভবন চত্বরে ওমেন্স হেলথ ক্যাম্পে (খুলে বলো ক্যাম্পেইন) উপস্থিত হয়ে ছাত্রীরা স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন পরামর্শ গ্রহণ করেন।

এই ক্যাম্পে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম, ইরেগুলার সাইকেল, একনি ও হিরসুটিজম, এন্ডোমেট্রিওসিস, আয়রন ও ভিটামিন ডি ঘাটতি, থাইরয়েড জনিত সমস্যা, স্তন ও জরায়ু ক্যান্সার এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করা হয়। নুভিস্তা ফার্মাসিউটিক্যালস-এর মেডিকেল শাখার সহকারী জেনারেল ম্যানেজার ডা. কুমকুম পারভীনের তত্ত্বাবধানে গাইনী বিশেষজ্ঞ ডা. উম্মে সফুরা খাতুন এবং ডা. রঞ্জিতা রানী সাহা ছাত্রীদের বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক সমস্যা বিষয়ে পরামর্শ দেন। ছাত্রীদের মনকে প্রফুল্ল রাখতে বিশেষ বিনোদনের ব্যবস্থা হিসেবে তাদের চুড়ি ও কানের দুল প্রদান করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রীর জন্য এই ক্যাম্পটি উন্মুক্ত ছিল।

'শ্রম আইন এবং আন্তর্জাতিক শ্রম মানদণ্ডের জন্য একাডেমিক অংশীদারিত্ব' শীর্ষক সম্মেলন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগ এবং ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গ্যানাইজেশন (আইএলও)-এর যৌথ উদ্যোগে 'Academic Partnerships for Labour Law and International Labour Standards' শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ আইন অনুষদের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব এবং অ্যাডভান্সিং ডিসেন্ট ওয়ার্ক ইন বাংলাদেশ শীর্ষক প্রকল্পের পরিচালক মো. আবদুছ সামাদ আল আজাদ বিশেষ অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি বক্তব্য দেন। আইএলও-এর টেকনিক্যাল অফিসার চায়ানিক থামপারিপত্র এবং আইএলও-এর শ্রম আইন বিশেষজ্ঞ ইলেনা জেরাসিমোভা বক্তব্য দেন । ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইকরামুল হক। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন আইএলও-এর সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার রিফাত জাবিন খান। এসময় আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও বৈষম্য নিরসনে শ্রম আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, শ্রম আইন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন কাজ করছে। কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট, প্রশিক্ষণ ও শ্রম অধিকার বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আইএলও-এর মধ্যে যৌথ গবেষণা প্রকল্প গ্রহণের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠান

"অ্যাডভান্সড কোর্স অফ রিসার্চ মেথডোলজি (এসিআরএম)" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের ২৮তম ব্যাচের সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠান গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হয়। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সার্টিফিকেট এবং ক্রেস্ট বিতরণ করেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা নিয়মিতভাবে এই কোর্সের আয়োজন এবং নতুন গবেষক তৈরিতে অবদান রাখায় আইইআর কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। শিক্ষা ও গবেষণা উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা জ্ঞানকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়-শিল্প সহযোগিতা কমিটি গঠন সহ বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এসিআরএম কোর্স সমন্বয়কারী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মনিনুর রশিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আইইআর-এর পরিচালক অধ্যাপক হোসনে আরা বেগম এবং অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অধ্যাপক ড. তামান্না সুলতানা স্বাগত বক্তব্য দেন এবং সহযোগী অধ্যাপক ড. সায়রা হোসেন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উল্লেখ্য, বিভিন্ন খাতের পেশাজীবী এই প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। আইইআর কর্তৃপক্ষ এসিআরএম প্রোগ্রামটি নিয়মিতভাবে আয়োজন করছে। গবেষকদের পরিচর্যা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি শক্তিশালী গবেষণা সংস্কৃতি গড়ে তুলতে এ প্রোগ্রাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বিশ্বসেরা গবেষকের তালিকায় ৩৫ জন শিক্ষক-গবেষক

(১ম পৃষ্ঠার পর) হাসান (৩,৫৬,৬৪৮), আল সাকিব খান পাঠান (৩৫৭,১৮০), মোঃ আব্দুর রাজ্জাক (৩৭১,৬৫৬), অনিমেষ পাল (৩৮১,৫৯৩), শেখ এম. এম. ইসলাম (৩৯৫,৭৮৫) এবং মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ (৪৩৮,২৭১)।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বিশ্বের শীর্ষ বিজ্ঞানীদের তালিকায় স্থান পাওয়ায় শিক্ষক ও গবেষকদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এই স্বীকৃতি শুধু শিক্ষক ও গবেষকদের অসাধারণ অর্জনকে তুলে ধরে না বরং এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানচর্চার বিকাশ এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতিরও প্রতিফলন ঘটায়। এই অর্জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম বৃদ্ধি এবং শিক্ষা ও গবেষণার উৎকর্ষ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

উপাচার্য আরও বলেন, নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন শিক্ষক ও গবেষকদের জন্য একটি টেকসই অনুকূল পরিবেশ তৈরির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত এক বছর ধরে গবেষণা ও প্রকাশনা কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক গবেষণা সংস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার মতো নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

উপাচার্যের সঙ্গে বিদেশি অতিথিদের সাক্ষাৎ

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক

যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. স্যার ওয়াল্টার বোডমার গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের আধুনিকায়নের বিষয়ে মতবিনিময় করেন। উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে অতিথিকে অবহিত করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে বিশেষ বক্তৃতা প্রদানের জন্য তিনি অতিথিকে ধন্যবাদ জানান। এর আগে, অধ্যাপক ড. স্যার ওয়াল্টার বোডমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মেসী লেকচার থিয়েটারে "হিউম্যান জিনোম : ক্যান্সার এবং ইমিউনোথেরাপি" শীর্ষক বিশেষ বক্তৃতা প্রদান করেন। ফার্মেসী অনুষদ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. স্যার ওয়াল্টার বোডমার বিভিন্ন বিভাগে নানা বিষয়ে আরও চারটি বিশেষ বক্তৃতা প্রদান করেন।

ইতালির কূটনীতিক

ঢাকাস্থ ইতালি দূতাবাসের ডেপুটি হেড অফ মিশন মি. ফেদেরিকো জাম্পারেল্লি গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে চলমান ইতালীয় ভাষা শিক্ষা প্রোগ্রাম আরও সম্প্রসারণের বিষয়ে মতবিনিময় করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইতালির শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর উপর তাঁরা গুরুত্বারোপ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে ইতালীয় ভাষা বিষয়ে পাঠদানের জন্য ইতালি থেকে শিক্ষক আনার পাশাপাশি স্থানীয় শিক্ষক নিয়োগের বিষয়েও তাঁরা মতবিনিময় করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদারের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করায় তিনি ইতালির কূটনীতিককে ধন্যবাদ জানান।

আন্তর্জাতিক ব্যবসা ও প্রযুক্তি সম্মেলন সমাপ্ত

দু'দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক ব্যবসা ও প্রযুক্তি সম্মেলন গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে শেষ হয়েছে। সমাপনী দিনে "ব্যাংক সংকট, সংস্কার ও নিয়ন্ত্রণ: ব্যাংক গভর্ন্যান্সের প্রভাব" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক এবং জার্মানির ওটিএইচ অ্যামবার্গ-ওয়েইডেন যৌথভাবে এই সম্মেলন আয়োজন করে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর, এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মাহমুদ ওসমান ইমাম, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের স্কুল অব বিজনেস-এর ডিন অধ্যাপক ড. এম. এ. বাকী খলিলি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. মাইন উদ্দিন, ফিন্যান্স বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হুসাইন আহমেদ এনামুল হুদা, ব্যাংক এশিয়ার এমডি সোহাইল আর.কে.হোসেন, সিটি ব্যাংকের এমডি ও সিইও মাশরুর আরেফিন এবং পূবালী ব্যাংকের এমডি ও সিইও মুহাম্মদ আলী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নে আমরা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতে চাই। শিক্ষা ও গবেষণাকে আমরা সব ধরনের রাজনীতির উর্ধ্বে রাখতে চাই। গবেষণার সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে তিনি একাডেমিয়া এবং ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে সম্পর্ক আরও জোরদারের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

উল্লেখ্য, গত ২০ সেপ্টেম্বর ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক ক্যাম্পাসে দু'দিনব্যাপী এই সম্মেলন শুরু হয়। এবারের সম্মেলনের প্রতিবাদ্য ছিল 'টেকসই উন্নয়ন অর্জনে ব্যবসা ও প্রযুক্তির আন্তঃসম্পর্ক'।

সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ২৫০ জন গবেষক ১০৯টি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

জাতীয় নীতি প্রতিযোগিতার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাপ্টারের চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত

চ্যাম্পিয়ন আইবিএ টিম, তরুণদের নেতৃত্ব দেওয়ার আহ্বান উপাচার্যের

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে জাতীয় নীতি প্রতিযোগিতার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাপ্টারের চূড়ান্ত পর্ব গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। 'রাজনীতিতে তরুণদের অংশগ্রহণ ও গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ' শীর্ষক জাতীয় নীতি প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে চ্যাম্পিয়ন হয় ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (আইবিএ)-এর টিম। প্রথম রানার্স আপ হয় লোক প্রশাসন বিভাগের টিম ও দ্বিতীয় রানার্স আপ হয় অপরাধবিজ্ঞান ও অর্থনীতি বিভাগের যৌথ টিম।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মাহবুব-উল-আলম, ডাকসুর কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এইচ এম মোশাররফ হোসেন, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশের মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফ, ডাকসুর ভিপি মো. আবু সাদিক (সাদিক কায়েম) এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব শেখ মো. যোবায়ের হোসেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাপ্টারের আহ্বায়ক ও সহকারী প্রক্টর অধ্যাপক ড. মো. রবিউল ইসলাম।

প্রতিযোগিতায় সহযোগী হিসেবে ছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ সংসদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটি ও গ্রীন ফিউচার ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রথম রাউন্ডে ৪০টি নীতি উপস্থাপন করা হয়। সেখান থেকে ১০টি টিম দ্বিতীয় রাউন্ডে এবং পরবর্তীতে ৫টি টিম ফাইনালে ওঠে। চূড়ান্ত পর্বে চ্যাম্পিয়ন হয় ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (আইবিএ)-এর টিম (অদিতি শাওয়াল নূর, ইত্তেসাফ রহমান ও আলিফ বিন হাসান)। প্রথম রানার্স আপ হয় লোক প্রশাসন বিভাগের টিম (মো. মাহতাবুল ইসলাম মাহিন, সাকিবুল বাশার ও মায়েশা মমতাজ)। দ্বিতীয় রানার্স আপ হয় অপরাধবিজ্ঞান ও অর্থনীতি বিভাগের যৌথ টিম (জারিন তাসনিম, হুমায়রা তাবাসসুম জারিন ও আমিরাস সালেহীন হা-মীম)। এছাড়া ফাইনালে অংশ নেয় প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের টিম এবং ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ ও জাপানিজ স্টাডিজের যৌথ টিম।

বিজয়ীদের হাতে ক্রেস্ট, মেডেল ও আর্থিক পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। চ্যাম্পিয়ন দলকে ৪৫ হাজার টাকা, প্রথম রানার্স আপকে ৩০ হাজার টাকা এবং দ্বিতীয় রানার্স আপকে ১৫ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়। চ্যাম্পিয়ন দল জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে।

জুরি বোর্ডে ছিলেন-বিজয় ৭১ হলের প্রভোস্ট ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. স. ম. আলী রেজা, নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এস এম আরিফ মাহমুদ, শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন সিদ্দিকী এবং রসায়ন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও সহকারী প্রক্টর ড. এ কে এম নূর আলম সিদ্দিকী।

অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, বর্তমানে নীতি প্রণয়নে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ জরুরি হয়ে পড়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিন কেন্দ্রীভূত ধারা বজায় থাকার কারণে অনেকে মনে করেন, নীতি নির্ধারণ কেবল সরকারের কাজ। তিনি বলেন, নীতি নিয়ে আলোচনার সুযোগ এলে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে হবে।

উপাচার্য শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, দেশের প্রয়োজনে জাতীয় নীতি সম্পর্কে জানা ও কাজ করা অত্যন্ত জরুরি। বিভাজনের দলান্ধ রাজনীতি সমাজে অস্থিরতা তৈরি করছে। নানা কারণে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা এই আলাপ থেকে দূরে থাকতে চাইছেন, যা দেশের জন্য ক্ষতিকর। জুলাই আন্দোলনে তরুণদের ভূমিকার কথা স্মরণ করে উপাচার্য দেশের সব ক্ষেত্রে তরুণদের নেতৃত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান।

উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান আরও বলেন, বিভাজনের রাজনীতি প্রতিষ্ঠানগুলোকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে সমন্বিত অগ্রযাত্রার দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান আরও বলেন, বিভাজনের রাজনীতি প্রতিষ্ঠানগুলোকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে সমন্বিত অগ্রযাত্রার দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে।

‘স্বাস্থ্যসেবা ও উপকরণ বিজ্ঞানে ইন্ডাস্ট্রি-অ্যাকাডেমিয়া অংশীদারিত্ব জোরদারকরণ’ শীর্ষক সিম্পোজিয়াম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মেসী অনুষদ, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদ এবং বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানির যৌথ উদ্যোগে ‘Strenthening Industry-Academia Partnership in Healthcare and Material Science’ শীর্ষক দিনব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়াম গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এবং প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আবদুর রশীদ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী, সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ ফ ম ইউসুফ হায়দার এবং বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম আলোচনায় অংশ নেন। স্বাগত বক্তব্য দেন ফার্মেসী অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. সেলিম রেজা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. উপমা কবির।

সিম্পোজিয়ামে চারটি সায়েন্টিফিক সেশন ও একটি পোস্টার সেশনের আয়োজন করা হয়। এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি, দেশের শীর্ষ ৩০টি ওষুধশিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদল এবং সরকারি কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

মোট ৪৬ জন গবেষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। ৪০ জন তরুণ গবেষক সাম্প্রতিক গবেষণা নিয়ে পোস্টার প্রেজেন্টেশনে অংশ নেন। এছাড়া ডিএএডি'র দুইজন প্রতিনিধি জার্মানিতে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ নিয়ে আলোচনা করেন। অধ্যাপক ড. মো. আসলাম হোসেন সিম্পোজিয়ামের আহ্বায়ক এবং অধ্যাপক ড. শিমুল হালদার সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পখাতের মধ্যে গবেষণা ও উদ্ভাবনী সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের ১ম বর্ষ ‘আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের’ শিক্ষার্থীদের বরণ ও ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠান গত ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ আর.সি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

৩ দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব সমাপ্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র সংসদের উদ্যোগে ৩দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসব (IIUSFF) গত ২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ শেষ হয়েছে। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত নরওয়ের রাষ্ট্রদূত হাকন আরাল্ড গুলব্র্যান্ডসেন এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) এর আবাসিক প্রতিনিধি স্টেফান লিলার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র সংসদের সভাপতি রোকনুজ্জামান তুহা, সাধারণ সম্পাদক অপূর্ব দাস শুদ্রসহ চলচ্চিত্র সংসদের নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

উৎসবের প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে নির্বাচিত চলচ্চিত্রগুলো প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া, দ্বিতীয় দিনে ‘স্বাধীন চলচ্চিত্র এবং সাম্প্রতিক বাজার প্রবণতা’ শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। চলচ্চিত্র নির্মাতা যুবরাজ শামীম এবং প্রযোজক ও সম্পাদক বায়েজিদ খান এই পর্বে উপস্থিত ছিলেন। উৎসবের সমাপনী দিনে বাংলাদেশের নির্মাতাদের পরিচালিত চলচ্চিত্রসহ ৫৭টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। এছাড়া, চলচ্চিত্রের পোস্টার এবং জলবায়ু সচেতনতা বিষয়ক চিত্রকর্ম প্রদর্শিত হয়। এবারের আসরে ৭০ টিরও বেশি দেশ থেকে প্রায় দেড় হাজার স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র জমা পড়ে।

আইবি ক্যারিয়ার ইনসাইটস্ শীর্ষক সেমিনার

ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগের উদ্যোগে “আইবি ক্যারিয়ার ইনসাইটস্” শীর্ষক সেমিনার ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান গত ৩০ আগস্ট ২০২৫ বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক মাল্টিপারপাস হলে অনুষ্ঠিত হয়। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সুবর্ণ বড়ুয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. খন্দকার বজলুল হক, রিপাবলিক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের সিইও ড. এ.কে.এম সারোয়ার জাহান জামিল ও বিকেএমই এর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বিভাগের ১৪তম ব্যাচের শিক্ষার্থী সামিউল মাজহার সামা ও আহসানুল হক জয় অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, আধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে যেমন চ্যালেঞ্জ আছে, তেমন সুযোগও রয়েছে। তাই যুগের চাহিদা অনুযায়ী নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধান ও উদ্ভাবনী চিন্তার অনুশীলন করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে সততার চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে। পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতি সম্পর্কে নিয়মিত পড়াশোনা করে জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে হবে।

আন্তঃবিভাগ ফুটবল প্রতিযোগিতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃবিভাগ ফুটবল প্রতিযোগিতা গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।

এসময় শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. এস এম মোস্তফা আল মামুন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল কমিটির সদস্য সহযোগী অধ্যাপক মুহাম্মদ মাহবুব কায়সার, ডাকসু'র ভিপি সাদিক কায়েম, জিএস এস. এম. ফরহাদসহ বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী ম্যাচে তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ ২-১ গোলে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগকে পরাজিত করে।

ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের শিক্ষার্থীদের বরণ অনুষ্ঠান

ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের বিবিএ ১৭তম ও ১৮তম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের বরণ অনুষ্ঠান গত ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি বক্তব্য দেন। বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. শরিফুল আলম খন্দকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী গেস্ট অব অনার এবং বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মাহমুদ ওসমান ইমাম, বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ভূঁইয়া ও ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা'র সেলস এন্ড মার্কেটিং বিভাগের পরিচালক রেজওয়ান মারুফ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঢাবি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের ৭৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপিত

বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের ৭৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ উদ্‌যাপিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সিনেট ভবন প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এসব কর্মসূচি উদ্বোধন করেন।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক শামসুজ্জামান দুদু'র সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য-সচিব এ টি এম আবদুল বারী ড্যানী।

অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণাকে এগিয়ে নিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকাণ্ড তুলনামূলকভাবে এখন অনেক বেশি দৃশ্যমান। অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে সমাজের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক ও যোগাযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে আমরা চ্যালেঞ্জিং সময় পার করছি। পরস্পরের হাত ধরে থাকলে সকল চ্যালেঞ্জ আমরা সহজেই মোকাবিলা করতে পারব।

আলোচনা পর্ব শেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের উদ্যোগে গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ক্যাম্পাসে বিশ্ব পর্যটন দিবস পালিত হয়েছে। এবারের দিবসের প্রতিপাদ্য হলো 'টেকসই রূপান্তরের জন্য পর্যটন'। এ উপলক্ষ্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ চত্বরে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে র‍্যালির নেতৃত্ব দেন।

আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিনস অ্যাওয়ার্ড

(১ম পৃষ্ঠার পর) হামিদ খান ভাসানী, হাসিবুল হাসান, স্বচ্ছ রহমান, ২০১৮-২০১৯ সেশনের মো. তাহিদুল ইসলাম, সাদিয়া নাসরিন সারা, ইফফাত সানজিদা, ইশতিয়া শাহানামা, মাহিয়া খন্দকার, মো. জাহাঙ্গীর আলম, এশহিম আহমেদ নোরা, ২০১৯-২০২০ সেশনের সাজিদুর রহমান সাজিদ, মো. ফয়সাল আহমেদ, নাইমা তাসনিম সরকার, মুন্নী আক্তার।

ডিজাস্টার সায়েন্স এন্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স বিভাগের ২০১৭-২০১৮ সেশনের আজকা তাওহীদা দৈবি, আয়েশা আক্তার নিলা, মাহির অনন্য মাহমুদ, ২০১৮-২০১৯ সেশনের মো. ওয়ালিদ হোসেন তামিম, মাহবুবা হাসনাত ছোয়া, মো. আলী আহমেদ, খাদিজা আফরিন নিহা, ২০১৯-২০২০ সেশনের মাসুদা আফরিন, ইসমাত তাহসিন মাহমুদ, নূরমহল নিলা, সায়েমা নূরজাহান, ইফতেখার আহমেদ, নাঈম সামাদ, উম্মে সাদিয়া শিমলা, নাজিফা তাসনিম।

গবেষণায় অনন্য অবদানের জন্য ৮ জন শিক্ষককে চার ক্যাটাগরিতে ডিনস অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়।

অধ্যাপক ক্যাটাগরি: ডিজাস্টার সায়েন্স এন্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. জিল্লুর রহমান ও ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. বদরুদ্দোজা মিয়া।

সহযোগী অধ্যাপক ক্যাটাগরি: ডিজাস্টার সায়েন্স এন্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. সাখাওয়াত হোসাইন এবং ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আছিব আহমেদ।

সহকারী অধ্যাপক ক্যাটাগরি: ভূতত্ত্ব বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. আশরাফুল ইসলাম ও সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মাহমুদুল হাসান।

প্রভাষক ক্যাটাগরি: আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. মমিন ইসলাম ও ভূতত্ত্ব বিভাগের ফরহাদ হোসাইন।

এছাড়া কিউ-ওয়ান জার্নালে প্রকাশনার জন্য ২২ জন শিক্ষক ও ১ জন কর্মকর্তাকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, মেধাকে মূল্যায়ন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। একই সঙ্গে অভিভাবকদেরও আমরা সঙ্গে রাখতে পেরেছি। আসলে আপনারাও আমাদেরই অংশ।

উপাচার্য বলেন, মেধার অন্যতম ভিত্তি হলো পরিশ্রম। মনে রাখতে হবে, সাফল্যের পেছনে অনেকের অবদান থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘদিনের যে পরম্পরা তা তোমরা ধরে রেখেছো। এটাই আমাদের গর্ব। এ ধরনের উদ্যোগ আমাদের বারবার মনে করিয়ে দেয় আমাদের মূল কাজ কী।

উপাচার্য আরও বলেন, অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও এই আয়োজনের মাধ্যমে আমরা পড়াশোনাকে কিছুটা হলেও স্বীকৃতি দিতে পেরেছি। তবে পড়াশোনার পাশাপাশি পরিবারকেও সময় দেওয়ার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। পরিবার ও শিক্ষাজীবনের ভারসাম্যই ভবিষ্যৎকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সঃ) উপলক্ষে গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বাদ যোহর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ ‘মসজিদুল জামি’আয়’ এক আলোচনা সভা, মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এতে অংশগ্রহণ করেন।

সম্পাদক: মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: ফররুখ মাহমুদ, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন ও মো. আবু বকর সিদ্দিক
ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও নাসির আহমেদ তুষার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৫৫২৩২২১৩৮